# স্মৃতি-পূজার অর্ঘ্য

শ্রীমনোরঞ্জন বসু রায়।

সে আজ একশত বৎসর পূর্ব্বের কথা—যখন ভারতের আকাশ ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন—ভারতের বুকে জগতের বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বি জাতিসমূহ তাহাদের দৈহিক শক্তির পরিচয় দিতেছিল এবং যাহার ফলে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক মহাবিপ্লবের সৃষ্টি হইয়াছিল,—সমাজে অরাজকতার সৃষ্টি হইয়াছিল—ভারতেব ধর্ম্মক্ষেত্রে যথেচ্ছাচার উপস্থিত হইয়াছিল—যখন এই হিন্দুস্থানের অধিবাসীরা বৈদেশিক শক্তিসমূহ দ্বারা লাঞ্ছিত, অত্যাচারিত এবং শোষিত হইয়া, অনাহারে, রোগে, শোকে তিলে তিলে মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইতেছিল—ঠিক সেই সময় আমাদের এই প্রিয় বঙ্গজননীর ক্রোড়ে, এক মহাপুরুষের গম্ভীর কণ্ঠে ধ্বনিত হইল—**"বন্দেমাতরম্"**। অমনি সঙ্গে সঙ্গে ভারতের আকাশ বাতাস এই নব সঙ্গীতের নব মূর্চ্ছনায় ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল।

আজ ভারতের বুকে এই যে নব প্রেরণা—জাগরণের সাড়া—স্বাধীনতার জন্য আত্মদান দেখা যাইতেছে তার মূলে কে? তার মূলে স্বদেশী মন্ত্রের জন্মদাতা, বঙ্গজননীর প্রিয় সন্তান বঙ্গসাহিত্যের একচ্ছত্র সম্রাট—ঋষি "বঙ্কিমচন্দ্র"। আজ "বন্দেমাতরম্" মন্ত্রের জন্মদাতা বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মের পর একশত বৎসর অতিবাহিত হইয়া যাইতেছে। এই একশত বৎসরের ভিতর কত সাহিত্যিক, কত স্বদেশ প্রেমিক, কত মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত কাহারও তুলনা হয় না কারণ বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট জাতি ঋণী। বঙ্কিমচন্দ্র এই মৃতপ্রায় জাতির শরীরে নবশক্তি সঞ্চার করিয়াছেন বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবে সমাজে, ধর্ম্মে, সাহিত্যে নবজীবনের সন্ধান অনুভুত হইল। বাঙ্কিমচন্দ্রের নবমন্ত্রের প্রভাবে আসমুদ্র হিমাচল পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইল। দেশের শত শত সন্তানগণ এই নবমন্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করিয়া দেশ-মাতৃকার বেদীমূলে হাসিতে হাসিতে জীবন উৎসর্গ করিল। যে ধর্ম্ম বৈদেশিক প্রভাবে কলুষিত হইয়াছিল তাহা আবার নব আলোক প্রাপ্ত হইল। ভারতের ভাগ্যাকাশে নব সূর্য্যের উদয় হইল।

দেশকে মাতৃরূপে, দেবীরূপে পূজা করিতে, ভক্তি করিতে বঙ্কিমচন্দ্রই আমাদের শিক্ষাদান করিয়াছেন। পরাধীন জাতির একমাত্র ধর্ম্ম "স্বদেশ প্রেম"—একমাত্র জননী "জন্মভূমি"। আমাদের অন্য মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, আমাদের পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ী নাই, আমাদের আছে কেবল সেই 'সুজলা, সুফলা, মলয়জশীতলা শস্য শ্যামলা' —জন্মভূমি। আমরা হিন্দু না, মুসলমান না, খ্রীষ্টান না—আমরা ভারতবাসী।

বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন সত্য দ্রষ্টা তাঁহার দূরদৃষ্টি ছিল অতি প্রখর। আজ আমরা যে যুগে আসিয়া পৌঁছিয়াছি সে যুগের নাম সাম্যযুগ। এ যুগে শুধু আপনাকে লইয়া বিব্রত থাকিলেই চলিবে না। সবার কথাই ভাবিতে হইবে। অপরকে তার ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া নিজেই সব উপভোগ করিব, এই প্রকার সনদ লইয়া কেউ জন্মগ্রহণ করি নাই। সবারই বাঁচিবার এবং উপভোগ করিবার সমান অধিকার আছে; এই সত্য বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের বহু পূর্ব্বেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। আজ কিষাণ আন্দোলনের প্রভাবে ও শক্তিতে অত্যাচারি ধনিক জমিদারদের সুখনীড় কম্পিত হইতেছে সেই সকল ধনিক সম্প্রদায় দ্বারা অত্যাচারীত ও শোষিত কিষাণদের সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র অনেক কথা তাঁহার অনেক প্রবন্ধের ভিতর বলিয়া গিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বহির্মুখী বাঙ্গালীকে ঘরমুখী করা। বঙ্কিমের সময় বাঙ্গালী সমাজ পাশ্চাত্য প্রভাবে এতদূর প্রভাবান্বিত হইয়াছিল যে তাহারা নিজেদের কথা এক প্রকার ভুলিয়াই গিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রকে বাংলা সাহিত্যের জন্মদাতা না বলিলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বঙ্কিমচন্দ্রের আপ্রাণ চেষ্টায় এবং আজীবন সাধনায় এবং বিশেষ যত্নের ফলেই আজ বাংলা সাহিত্য জগৎ সভায় এতদূর উন্নতিলাভ করিতে সমর্থ্য হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন একজন সুকৌশলী শিল্পী। যাদুকর যেরূপ সামান্য নগন্য জিনিষ মন্ত্রের প্রভাবে মহামূল্য জিনিষে পরিণত করে বঙ্কিমচন্দ্রও ঠিক সেই প্রকার এই বাংলা সাহিত্যকে অতি নগণ্য অবস্থা হইতে জগতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের পর্য্যায়ে উন্নীত করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র শুধু গদ্য লেখকই ছিলেন না। তাঁর কবিত্ব শক্তির পরিচয়ও আমরা পাইয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের ভিতর তৎকালীন বাংলার রূপ এমন সুন্দর এবং পরিষ্কার রূপে অঙ্কিত হইয়াছে যে তাহা অতি অল্প সংখ্যক সাহিত্যিকের সাহিত্যে আমরা দেখিতে পাই। বঙ্কিম প্রতিভা ছিল বহুমুখী। শুধু দেশ-প্রেমিক বা সাহিত্যিক হিসাবেই তিনি শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করেন না, বরঞ্চ দর্শন, ধর্ম্ম, রাজনীতি, ইতিহাস, প্রভৃতি সকল বিষয় তাঁর অশেষ জ্ঞান ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র সেই যুগে একজন শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক ছিলেন। "বঙ্গদর্শন" তাহার প্রধান পরিচয়। আজ বঙ্কিমচন্দ্রের তিরধানের পর বাংলা ভাষার ও বাংলা সাহিত্যের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এই পরিবর্ত্তন দেশের বা জাতির পক্ষে কতখানি ফলপ্রদ হইয়াছে জানি না। আজ সে বিষয় আলোচনা করার প্রয়োজন নাই।

আজ বাংলার দুর্ভাগ্য এবং বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্ভাগ্য, যে তাঁরই স্বদেশবাসীদের ভিতর কেউ কেউ তাঁহাকে বলিতেছেন যে "বঙ্কিমচন্দ্র সাম্প্রদায়িক"। এ অভিযোগ যে কত বড় মিথ্যা এবং কতখানি ভিত্তিহীন তাহা বুঝিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই। যাঁরা বঙ্কিমচন্দ্রকে

সাম্প্রদায়িক বলে আমার মতে তাহারা নিজেরাই সাম্প্রদায়িক না হয় তাহারা মূর্খ,—অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রকে বুঝিবার মত ক্ষমতা বা বিদ্যা বুদ্ধি তাহাদের নাই। বড়ই দুঃখের বিষয় একথা তাহারা ভুলিয়া যান যে কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মতবাদেরও পরিবর্ত্তন হয়। আজ যাহা আমরা মিথ্যা বা অন্যায় বলিয়া মনে করিতেছি, ১০০ বৎসর পূর্ব্বে তাহাই ন্যায় এবং সত্য বলিয়া প্রচলিত ছিল, এবং আজ যাহা আমরা ন্যায় এবং সত্য বলিয়া মনে করিতেছি কে জানে কালের প্রবাহে এবং পরিবর্ত্তনে তাহা অন্যায় এবং মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইবে না? বঙ্কিমচন্দ্র যে যুগের লেখক সে যুগে বাংলা ছিল দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জ্জরিত, অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছাদিত,—এবং কুসংস্কারে নিমজ্জিত। এই ভয়ঙ্কর যুগই ছিল বঙ্কিমের পটভূমি। বঙ্কিমচন্দ্র এই পটভূমি অবলম্বন করিয়া এই ঘুমন্ত জাতীয়তাবাদী আত্মভোলা বিরাট জাতিটাকে জাগাইতে চাহিয়াছিলেন। তিনি অত্যাচারের বিরুদ্ধে সমগ্র জাতিটাকে সঙ্ঘবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হইবার জন্য তাহার অমর লেখনীর সাহায্যে আহ্বান করিয়াছেন। তিনি কোন সম্প্রদায় বিশেষের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচার করেন নাই। যাহারা বঙ্কিমচন্দ্রকে সাম্প্রদায়িক বলেন তাহারা নিজেরা বঙ্কিমচন্দ্রকে বুঝিবার মত বিদ্যা বুদ্ধি অর্জ্জন করেন নাই।

আজ বাংলার প্রতি পল্লীতে পল্লীতে, এবং সহরের প্রতি কেন্দ্রে কেন্দ্রে এবং বাংলার বাহিরে প্রত্যেক বাঙ্গালী সমাজে সেই যুগপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষের স্মৃতি পূজার আয়োজন হইয়াছে। শুধু বক্তৃতা বা প্রবন্ধ পাঠ করিলেই তাঁর স্মৃতি পূজা করা হইবে বলিয়া আমার মনে হয় না। যদি সত্যই আমাদের তাঁর স্মৃতি পূজা করিবার উদ্দেশ্য থাকে তবে সেই ঋষি আমাদের যে মহামন্ত্র দিয়া গিয়াছেন, তাহা আবার আজ নূতন করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। তাঁর সেই অমর মন্ত্র গ্রহণ করিয়া, তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি যে পূজার পূজারী ছিলেন, সেই দেশ-মাতৃকার পূজায়, যদি আমরা আত্মনিয়োগ করিতে পারি, তবেই তাঁর এই স্মৃতি-পূজার সার্থক হইবে। তাহা হইলেই আমরা সেই স্বদেশ প্রেমিক মহাপুরুষের আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে পারিব। তাই আজ আসুন বন্ধুগণ, আমরা সবাই বলি **বন্দেমাতরম্**—।

---

বঙ্গবাসী কলেজের ছাত্রসমিতি কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত বঙ্কিম শতবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে কলেজের ছাত্রসমিতির—শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন বসু রায় কর্ত্তৃক পঠিত। ১৩। ৭। ৩৮